



বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল
ইস্তাম্বুল, তুরস্ক

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইস্তাম্বুল, ১৫ আগস্ট ২০২২: ইস্তাম্বুলস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে জাতীয় শোক দিবস এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী পালন করে। সকালে কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নুরে-আলাম জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচির সূচনা করেন। এরপর, কনসাল জেনারেলের নেতৃত্বে মিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশিগণ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। কনস্যুলেটের কর্মকর্তারা দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণীসমূহ পাঠ করেন।

বিকালে কনস্যুলেটের ফ্রেন্ডশিপ হলে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় ইস্তাম্বুলে বসবাসরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ১৫ আগস্টের শহীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর, বঙ্গবন্ধুর গৌরবময় জীবন-সংগ্রাম-কর্মের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নুরে-আলাম তার বক্তব্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর আপোসহীন নেতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও জনকল্যাণমুখী রাজনৈতিক দর্শনের বর্ণনা করে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ ভূমিকা ও অসামান্য অবদানের কথা তুলে ধরেন। কনসাল জেনারেল নুরে-আলাম, বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারোর প্রতি বৈরিতা নয়' উল্লেখ করে বিশ্বশান্তি ও অগ্রগতিতে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা বর্ণনা করেন। "ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত এবং সুখী-সমৃদ্ধ যে 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ তার বাস্তবায়নের পথে অগ্রসারমান", কনসাল জেনারেল মন্তব্য করেন।

প্রবাসী বাংলাদেশিরা সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তারা বলেন, বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম ত্যাগ, সাহস, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ-দর্শন, চিন্তা-চেতনা, সংগ্রাম-কর্ম সম্পূর্ণভাবে ধারণ ও লালন ব্যতীত স্বাধীনতার স্বাদ পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করা সম্ভবপর না। ১৫ আগস্টের বেদনাদায়ক ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বক্তারা বলেন যে, যারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি ব্যাহত করতে চেয়েছিল, তারাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত।

অনুষ্ঠান শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে নির্মিত "মুজিব আমার পিতা" চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। বঙ্গবন্ধু এবং ১৫ আগস্টে সকল শহিদদের আত্মার মাগফিরাত এবং দেশের ও জনগণের শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

